

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬১৯

১/ বিবিধ

আরবী

من تعلم العلم وهو شاب كان بمنزلة وسم في حجر، ومن تعلمه بعد كبر فهو بمنزلة
كتاب على ظهر الماء
موضوع

رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1 / 218) من طريق هناد بن إبراهيم النسفي بسنده عن بقية بن الوليد عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال " لا يصح، هناد بن إبراهيم النسفي لا يوثق به، وبقية بن الوليد مدلس ". وأقره على هذا السيوطي في " اللآليء " (1 / 196) ، لكن تعقبه بقوله: " قلت: له شاهد من مرسل إسماعيل بن رافع أخرجه البيهقي في " المدخل " بهذا اللفظ. ومن طريق أبي الدرداء ". ثم ساق إسناد أبي الدرداء ولفظه، وهو موضوع كما بينته قبل هذا، وأما المرسل فلم يذكر إسناده إلى إسماعيل، على أن كونه من مرسله كاف في إنزال حديثه من رتبة الاستشهاد به، لأنه ضعيف جدا، تركه جماعة، وقال ابن حبان (1 / 112) : كان رجل صالحا، إلا أنه كان يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لها ". على أن حق العبارة أن يقال: " من معضل إسماعيل بن رافع " لأن إسماعيل هذا ليس تابعيا، بل هو يروي عن بعض التابعين، وعليه فقد سقط من السند اثنان فأكثر، فالحديث معضل

৬১৯। যে ব্যক্তি যুবক থাকা অবস্থায় জ্ঞান অর্জন করল সে ব্যক্তি পাথরের উপর অংককারীর স্থলাভিষিক্ত। আর যে ব্যক্তি বড় হবার পর জ্ঞান অর্জন করল সে ব্যক্তি পানির উপর লেখকদের স্থলাভিষিক্ত।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওয়ু’আত” (১/২১৮) গ্রন্থে হান্নাদ ইবনু ইবরাহীম আন-নাসাফী সূত্রে তার সনদে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি মামার হতে ... বর্ণনা করে বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়। হান্নাদের উপর নির্ভর করা যায় না। আর বাকিয়াহ মুদাল্লিস।

সুযুতীও “আল-লাআলী” (১/১৯৬) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত কথা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেনঃ ইসমাঈল ইবনু আবী রাফে’র মুরসাল বর্ণনা হতে তার শাহেদ আছে। যেটি বাইহাকী “আল-মাদখাল” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবুদ দারদার সূত্র হতেও শাহেদ আছে।

অতঃপর তিনি আবুদ দারদার সনদ ও ভাষাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি বানোয়াট। তার বিবরণ পূর্বের হাদীছের আলোচনায় দেয়া হয়েছে। আর তিনি যে মুরসালটির কথা বলেছেন তাতে তিনি ইসমাঈল পর্যন্ত তার সনদই উল্লেখ করেননি। অতএব এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ সেটি নিতান্তই দুর্বল।

ইবনু হিব্বান (১/১১২) বলেনঃ ইসমাঈল একজন সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি তার হাদীছগুলো উলট পালট করে ফেলতেন। ফলে তার হাদীছে মুনকারের আধিক্যতা এসে যায়। এমনকি হৃদয়ে মনে হবে যেন তিনি তা ইচ্ছা করেই করতেন। আবার বলা যায় যে এটি মুযাল পর্যায়ভুক্ত। কারণ ইসমাঈল তাবেঈ ছিলেন না। তিনি কোন কোন তাবেঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71498>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন